পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন বাঁধা গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আহমদী

সম্পাদকঃ এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

১৬ই আষাঢ়, ১৩৮৭ বাংলা : ৩০শে জুন ১৯৮০ ইং : ১৬ই শাবান, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·· টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক | ৩৪শ বর্ষ
আহ্‌মদী | ৩০শে জুন, ১৯৮০ ইং | ৪র্থ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল কুরআন : সূরা আল-কাফেরুন	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক .	১
* হাদীস শরীফ : "জিহ্বার হেফাজত"	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪
* অমৃতবাণী : "হযরত রছুল করীম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব" 'ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর বিরোধিতা-(৫০) "ইসলামী পর্দার তাৎপর্য"	হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬
* জুমার খোতবা : 'তাকওয়া'-এর তাৎপর্য	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৯
* হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা :	হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৮
* জরুরী সার্কুলার : (আসন্ন পবিত্র রমজান প্রসঙ্গে)	মোহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব, আমীর, বাঃ, আঃ, আঃ,	১

দোওয়ার জন্য এক বিশেষ আহ্বান

হযরত আকদাসের বিদেশ সফরের পরিকল্পনা

৩০শে এপ্রিল, মসজিদ আহমদীয়া, ইসলামাবাদে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) জুমার খোৎবায় বলেন : "দ্বিতীয়তঃ আমি বলিতে চাই যে, এ বৎসর আমি বহির্দেশে সফরে যাওয়ার এরাদা রাখি। দোওয়া করুন যেন এই সফর সেই অর্থে সাফল্যজনক হয়, যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-কে এক নূতন রঙে পুনরায় বলা হইয়াছে যে, كل خير في القرآن —প্রত্যেক প্রকারের কল্যাণ, সুখ ও স্বাচ্ছন্দের উপকরণ কুরআন করীমের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহা কুরআন হইতেই গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং আমরা যখন বাহিরে যাইব তখন যেন জগতকে ইহা বুঝাইয়া দিতে সফলকাম হই এবং অন্ততঃ জগদ্বাসীর একাংশের মধ্যে চেতনাবোধ জাগাইয়া দিতে পারি যে, এদিক-সেদিকের চেষ্টা-তদ্বীরের পরিবর্তে তাহারা যেন কুরআন শরীফের দিকে রুজু করে।"

সুতরাং সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী হুজুর আকদাসের আসন্ন সফরে পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য এবং হুজুরের পূর্ণ স্বাস্থ্য ও সালামতীর জন্য খাসভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন।

উল্লেখযোগ্য, হুজুর এখনও কিডনি ইনফেকশন বশতঃ অসুস্থ আছেন। হুজুর উল্লিখিত খোৎবায় এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

"বন্ধুগণ বেশী বেশী দোওয়া করুন যেন আল্লাহতায়ালা শেফা দান করেন এবং আল্লাহর সমীপে গ্রহণযোগ্য ও গৃহীত খেদমত সম্পাদনের তওফিক দান করেন, আমাকেও এবং আপনাদিগকেও।"

(আল-ফজল, ৭ই জুন, ১৯৮০ ইং)

—মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

১৬ই আষাঢ়, ১৩৮৭ বাংলা : ৩০শে জুন, ১৯৮০ ইং : ৩০শে এহসান, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

তফসীরে কুরআন'—

সূরা আল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরুনের তফসীরের অনুবাদ।)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

تزكيهم (যাহার অর্থ বৃদ্ধি ও উন্নতিদান করা) এর প্রসঙ্গে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই বর্ণিত হইয়াছে যে যেন ইহা দ্বারা দশের দেশের এবং জাতির পথ উন্মুক্ত করা যাইতে পারে।

এই আয়াতে تطهرهم শব্দের পরে تزكيهم শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে ; সুতরাং ইহার এমন অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে যাহা অবশ্য অভিধান অনুযায়ীই হইবে কিন্তু تطهر হইতে ভিন্ন হইবে যেন কুরআন করীমের মাধুর্য বলবৎ থাকে। অতএব যখন আমরা অভিধানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, আমরা দেখিতে পাই যে تزكية অর্থ تطهر পবিত্রতা সাধন করা ছাড়া উন্নতি সাধন করাও ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং আয়াতটির অর্থ এই হইবে যে সম্পদ হইতে তুমি যাকাত গ্রহণ কর যেন তাহাদের আত্মার পবিত্রতা সাধন করিতে পার, তাহাদের সম্পদে অন্যের যে হক রহিয়াছে উহা হইতে তাহা পবিত্র করিতে পার এবং জাতি ও দেশের উন্নতি সাধনের উপাদান যোগাইতে পার। মোটের উপর যাকাত প্রদান করা কেবল ইবাদতই নহে বরং ইহা হুকুকুল-ইবাদ (মানব অধিকার সমূহ) পালন করারও একটি উপায়।

যাকাত আদায় করার আদেশ প্রদানের পর উহা ব্যায় করার নিয়ম-পদ্ধতিও কুরআন করীম ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে যেন ইহা পরিস্কারভাবে উপলব্ধি করিয়া লওয়া হয় যে কিরূপে যাকাতের সম্পদ দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর সমাধান করা হয়। যদি এই সব প্রয়োজনে

ব্যয় না করা হইত তাহা হইলে জাতি নিশ্চল হইয়া পড়িত। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :

انما الصدقت للفراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فى الرقاب الغارمين و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم (توبة)

নিম্নলিখিত আটটি উদ্দেশ্যে যাকাত ব্যয় করা যাইবে :

(১) ফকীর (নিঃস্ব)। (২) মিসকীন (নিঃসহায়)। (৩) যাকাত সম্পর্কীয় কর্মে নিয়োজিত কর্মচারী।

(৪) মোয়াল্লাকাতুল কুলব (নব মুসলিমকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে)।

(৫) ফিরয়িকাব—দাস বা বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে।

(৬) গারেমীন—এমন লোকের উদ্দেশ্যে যাহারা নিজেদের দোষে নয় বরং অন্য কারণে আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে।

(৭) ফিসাবিলিল্লাহ—আল্লাহতয়ালার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ বা তাঁহার আদেশানুযায়ী কোন কাজের উদ্দেশ্যে।

৮। ইবনে সাবীল—মুসাফির।

সর্বপ্রথম যাহাদের জন্য যাকাত ব্যয় করার আদেশ রহিয়াছে তাহারা হইতেছে ফকীর, দরিদ্র, যাহারা স্বীয় জীবন যাত্রা করিতে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করে, যেমন—খোঁড়া-খঞ্জ, অপারক-অসমর্থ, এতীম ও বিধবাগণ। এই প্রকারের লোকের ভরণ-পোষনের দায়িত্ব জাতির উপর ন্যাস্ত রহিয়াছে। যদি ইহাদের প্রতি সজাগ ও করুণাময় দৃষ্টি সহকারে ভরন-পোষণের খেয়াল না রাখা হয় তাহা হইলে সেই জাতি অপদস্ত হইয়া পড়ে। অতএব আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে যাকাত প্রদানের আদেশ দান পূর্বক এমন এক ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছেন যাহার মাধ্যমে সাহায্যের পাত্রগণের যথাযথ সাহায্য সদাসর্বদা হইতে থাকিবে ; যাহার ফলে জাতি ও দেশের উন্নতির গতিতে কখনও দুর্বলতা আসিতে পারিবে না।

কুরআন করীমে আল্লাহতায়ালা যদিও ফকীরদের উল্লেখ প্রথমে করিয়াছেন কিন্তু ইহার মর্ম এই নয় যে সকল অবস্থাতেই অন্যান্য ব্যয় অপেক্ষা তাহাদিগকে প্রাধান্য দান করিতে হইবে বরং মর্ম শুধু এতটুকু যে সাধারণ অবস্থায় তাহাদিগকে প্রধান্য দান করা হইবে। কিন্তু কোন সময় দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে বরং সরকার স্বয়ং ধ্বংসের সম্মুখীন হইলে যতই ফকীর-দরিদ্র আসুক না কেন তাহাদিগকে জাতির উদ্দেশ্যে কোরবানী করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হইবে।

নবী করীম (সাঃ) জিহাদের সময় ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলকেই আহ্বান জানাইতেন কিন্তু দেওয়া তাহাদিগকে কিছুই হইত না। ইহা হইতে বুঝা গেল যে যদি জাতি ও দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা হইয়া যায় তাহা হইলে গরীবদিগকেও কোরবানী করার জন্য আহ্বন করা যাইতে পারে। মোট কথা, কুরআনের উপর বর্ণিত শৃঙ্খলায় ফকীরদিগকে প্রথম স্থান দান করা হইয়াছে ; এই শৃঙ্খলা সদা বজায় রাখা ফরজ (অত্যাবশ্যকীয়) নহে বরং সময় বিশেষে বাঞ্ছনীয়।

আয়াতে দরিদ্রের পর মিসকীনদের উল্লেখ করা হইয়াছে। অভিধানে "মিসকীন" শব্দের অর্থ অবশ্য ফকীরই ব্যক্ত হইয়াছে, তবে প্রভেদ এতটুকু যে, মিশকীন "সাকীন" (ساكن অবস্থায়ী) ফকীরকে বলা হয়। নবী করীম (সাঃ) সাকিন ফকিরের অর্থ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহে অবস্থান করে বরং ভিক্ষা প্রর্থনা করিয়া কাহাকেও স্বীয় দারিদ্রের সংবাদ দেয় না, অর্থাৎ কেবল তাহার অবস্থার মাধ্যমেই বুঝা যায় যে সে সাহায্যের পাত্র।

"ফকীর" ও "মিসকীন" শব্দদ্বয় একই প্রকারে দারিদ্রের প্রতি নির্দেশ করা সত্তে উহা পৃথক পৃথক বর্ণনা করার মধ্যে এই হিকমত নিহিত রহিয়াছে যে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি কেবল অসমর্থ ও নিঃস্ব লোকদের সাহায্য করার দায়িত্বই ন্যাস্ত করা হয় নাই পরন্তু এমন নিঃস্ব ও অসমর্থ লোকদিগকে সমাজে খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাহাদের যথাযথ সাহায্য করার দায়িত্বও রাষ্ট্রের প্রতি ন্যাস্ত করা হইয়াছে, যাহারা নিজেদের দারিদ্র অপরের উপর প্রকাশ হইতে দেয় না।

যাকাত ব্যয় করার তৃতীয় স্থান والعاملين عليها শব্দ সমূহ দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা যাকাত আদায় ও ব্যয় ইত্যাদির ব্যবস্থার দায়িত্বে নিয়োজিত হইবে তাহাদের বেতন ইত্যাদি সেই যাকাত ফাণ্ড হইতে দেওয়া হইবে। বস্তুতঃ والعاملين عليها গুলিতে অনেক ব্যাপকতা নিহিত রহিয়াছে। জাতীয় সামরিক বাহিনীও আসলে আমেলীনার পর্যায়ভুক্ত, কারণ সামরিক বাহিনী না হইলে দেশে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ব্যবসা ও কৃষি কাজও পরিচালিত হইতে পারে না। ইহা পরিস্কার যে ব্যবসা ও কৃষি কাজ না চলিলে যাকাত ধার্যেরও কোন প্রশ্ন উঠে না এবং যাকাত আদায় হওয়ারও কোন প্রশ্ন হইতে পারে না। সুতরাং যাকাত আদায় হওয়ার বিষয়ে সামরিক বাহিনীকেও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে হয়। মোটের উপর যাকাত ব্যবস্থার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীগণ হইতেছে প্রথম পর্যায়ের আমেলীন।

যাকাত ব্যয়ের চতুর্থ পর্যায়ে আসিতেছে মোয়াল্লাফাতুল কুলুব—সেই সমস্ত লোক যাহাদের অন্তর সমবেত ও সমাহৃত করা হইয়াছে। অন্তর সমূহের সমবেত ও সম হৃত হওয়ার মর্ম স্পষ্টই যে তাহাদের বাহ্যিক দিক সমবেত ও সংশ্লিষ্ট নহে। সুতরাং মোয়াল্লাফাতুল কুলুব দ্বারা এমন লোক বুঝায় যাহাদের অন্তর ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে কিন্তু কাফেরদের দেশে অবস্থারত হওয়ার কারণে নিজেদেয় ইসলামকে অথবা সহানুভূতিকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। তাহাদিগকে ইসলামী রাষ্ট্রে স্থানান্তরিত করার জন্য অথবা তাহাদের অন্তরের অবস্থা কায়েম রাখার জন্যও যাকাতের টাকা ব্যয় করা যাইতে পারে। অথবা যাহাদের অন্তরগুলি ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি ও স্বীকার করিয়া লইয়াছে কিন্তু ইসলামকে প্রকাশ করিলে তাহা বিদেশে তাহাদের চাকরী ও জীবিকা নির্বাহের উপায় বিপদাপন্ন হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাদেরও সাহায্য করা যাইতে পারে। মোয়াল্লাফাতুল কুলুব দ্বারা ইহাই বুঝায় না যে টাকাকড়ি দিয়া তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হউক কারণ ইসলাম টাকাকড়ির লোভ লালসা প্রদর্শন পূর্বক লোককে মুসলমান বানাইবার আদৌ অনুমতি দেয় না। নিজস্ব গুন ও সৌন্দর্য্যই তাহার বিস্তার লাভের জন্য যথেষ্ট। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : মোঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী।

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৯৪। জিহ্বার হেফাজত, গীবৎ (অগোচরে পর নিন্দা), বদ-জবানী (গাল মন্দ দেওয়া) ও বদ-জন্নী (কুধারণাপোষণ)।

৫০৪। হযরত উক্‌বাহ্ বিন্ আমের রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলেন : 'নাজাত কিরূপে পাওয়া যায় ? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "জিহ্বাকে রোধ করিবে। তোমার গৃহ তোমার জন্য যথেষ্ট হইতে হইবে ; অর্থাৎ লোভ-লালসা হইতে বাঁচিবে। যদি কোন ভুল ভ্রান্তি হয়, তবে অনুশোচনা ও অনুতাপ সহ আল্লাহতায়ালার হুজুরে আকুল ভাবে ক্ষমা প্রার্থী হইবে।"

['তিরমিযি ; 'আবওয়াবুয্ বুহুদ ; 'বাবু হেফযুল লেসান, ২:৬৩ পৃঃ]

৫০৫। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "মানুষ কোনো কোনো সময় অজ্ঞাতসারে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি জনক কোন কথা বলিয়া ফেলে। উহার ফলে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে অনন্ত পদোন্নতি দেন এবং কোনো সময় বেপরওয়া হিসাবে আল্লাহ্‌তায়ালার অসন্তুষ্টিজনক কোন কথা বলে, যাহার ফলে সে জাহান্নামে যাইয়া পড়ে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সর্বদা পথ-দর্শন, পথ-প্রাপ্তি এবং হিদায়েতের তৌফিক ভিক্ষা করিতে থাকিবে, যেন তিনি সর্বদা তাহার মুখ দিয়া ভাল ও নেক কথাই বাহির করেন।" ['বুখারী ; কিতাবুর্‌রিকাক ; 'বাবু হেফ্‌যুল লেসান; [২:৯৫৯ পৃঃ]

৫০৬। হযরত হুযাইফা রযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "চুগল-খোর (পর নিন্দুক, পরের কুৎসাকারী) বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না।" ['বুখারী ; কিতাবুল্-আদব ; 'বাবু মা ইয়াকরাহা মিনান্-নামিমাহ্ ; ২:৮৯৫ পৃঃ]

৫০৭। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : তোমরা কি জান 'গিবাৎ' কি ? "সাহাবা (রাযিঃ) নিবেদন করিলেন : "আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসুল সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন।" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "আপন ভ্রাতার পশ্চাতে তাহার এরূপে সমালোচনা করা যাহা সে অপছন্দ করিবে এবং করে। নিবেদন করা হইল : "যাহা বলা হয়, যদি তাহা সত্য হয় এবং আমার ভাইয়ের মধ্যে তাহা বিদ্যমান থাকে, তবু কি গিবাৎ' হইবে ? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "যদি দোষ তাহার মধ্যে

থাকে, যাহা তুমি তাহার আগোচরে বলিয়াছ, তবে ত ইহা গিবৎ' এবং যাহা তুমি যদি বলিয়াছ, তাহা যদি তাহার মধ্যে না থাকে, তবে ইহা তাহার উপর 'বুহতান'—মিথ্যাভিযোগ।"

['মুসলিম ; 'কিতাবুল্ বিরে' ওয়াস সালাহ্, ; 'বাবু তহ্‌রীমুল গিবাত ; ২ঃ১৮৮ পৃঃ]

৫০৮। হযরত আনাস্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ "যখন আমার মেয়রাজ হইয়াছিল, তখন (কাশফী অবস্থায়) আমি এরূপ এক জাতির পার্শ্ব দিয়া গেলাম যে, তাহাদের নখগুলি ছিল তাম্রের এবং তাহারা তদ্বারা তাহাদের চেহারা, এবং বক্ষ খামচাইতে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : 'জিব্রায়েল, ইহারা কে' ? তখন তিনি বলিলেন : 'ইহারা মানুষের মাংস চিমটাইয়া চিমটাইয়া খাইত এবং লোকের ইজ্জত-আবরু লইয়া খেলা করিত। অর্থাৎ, তাহাদের 'গিবাৎ' (অসাক্ষাতে নিন্দা) করিত এবং মানুষকে অবহেলার চোখে দেখিত।" ['আবু দাউদ ; কিতাবুল আদব ; 'বাবু ফিল্ গীবাহ্ ২ঃ৬৯ পৃঃ]

৫০৯। হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যখন কোনো ব্যক্তি তাহার ভাইকে 'কাফের' বলে, তখন এই কুফর তাহাদের কোনো এক জনের উপর জরুর বর্তে। যাহাকে 'কাফের' বলা হইয়াছে, যদি প্রকৃতই সে 'কাফের ; তবে ত রক্ষা, নচেৎ এই 'কুফর' তাহারই উপর বর্তিবে, যে তাহার মুসলমান ভাইকে 'কাফের' বলিয়াছে।" ['মুস্‌লিম ; কিতাবুল ঈমান ; 'বাবু বয়ানু হালিল ঈমানে মান্ কালা লে-আখিহিল্ মুস্‌লিমে, ইয়া কাফের ; ১ঃ৩৬ পৃঃ]

৬১০। হযরত ইব্‌নে মস্‌উদ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "বিদ্রূপকারী, লানৎকারী, অশ্লীল বাক্যপটু, জবান দরাজ বাজে বাক্য প্রিয় ব্যক্তি মুমেন হইতে পারে না।" ['তিরমিযি ; 'কিতাবুল্ বিরে' ওয়াস্ সালাহ ; 'বাবু ফিল্-লায়নাতে ; ২ঃ১৯ পৃঃ]

['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

মোহাম্মদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ
মোহাম্মদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দীপ্তি ।।
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য
খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ ।। [ফারসী দুররে সমীন]

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

"কুরআন করীমে হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন পূর্বক বলা হইয়াছে : فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ 'সুতরাং তাহাদের অর্থাৎ উপরে বর্ণিত পূর্ববর্তী সকল নবীর ইকতাদা (পশ্চাদানুসরণ) কর,—এই আয়াত দ্বারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনন্য শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইতেছে। উক্ত আয়াতের অর্থ এই যে পূর্বে যতসব নবী আসিয়াছেন তাঁহারা মানব জাতির বিভিন্ন পর্যায়ে বহু ক্ষেত্রে হেদায়েত (সুপথের নির্দেশ) দান করিয়াছেল এবং তাঁহারা বিভিন্ন প্রকারের গুণ ও বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন – কাহারও মধ্যে কোন একটি বিশেষ গুণ ছিল, আবার কাহারও মধ্যে অন্য একটি গুণ ছিল—ঐ সমস্ত নবীর 'ইকতাদা' বা অনুসরণ করা এ অর্থই বহন করে যে, তাঁহাদের ঐ সমস্ত বিভিন্ন ধরণের গুণসম্ভার নিজের মধ্যে একত্র ও সন্নিবেশিত করা উচিত। অতএব, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, যে ব্যক্তি সমগ্র নবীদের মধ্যে বিভিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান গুণাবলীর আঁধার হন, তিনি সার্বিক গুণের অধিকারী বলিয়া নিরূপিত হন, সেইজন্য তিনি সমগ্র নবীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কেননা প্রতিটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান, এবং তিনি সকল নবীর মধ্যে বিক্ষিপ্ত রূপে বিস্তৃত যাবতীয় গুণের সমষ্টি। কিন্তু তাঁহার (সাঃ) পূর্বে কোন নবী ঐ সমগ্র গুণের আঁধার ছিলেন না।"

(বদর ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ ইং ; মলফুজাত সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩২)

মুমেনের আকর্ষণ-শক্তি ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কঠোর বিরোধিতার তাৎপর্য

"যদি একজন ব্যক্তি—মুত্তাকী ও সালেহ—কোন মোকামে বাস করে এবং সত্যর প্রচারের জন্য সে পূর্ণ জোশ রাখে, তাহা হইলে খোদাতায়ালা তাহার মধ্যে (আধ্যাত্মিক) আকর্ষণ-শক্তি সৃষ্টি করিয়া দেন এবং সে একটি জামাত গঠন করিতে সক্ষম হয়। কেননা মুমেন কখনও একা থাকিতে পারে না। এমনও নয় যে, শুধু মো'জেযা বা অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারাই মানুষের উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ করা যায়, বরং মুমেনের মধ্যে আল্লাহতায়ালা এক আকর্ষণী শক্তিও রাখিয়াছেন। সদচেতা ব্যক্তিরা তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং অসদচেতা লোকদিগকেও আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত সেলসেলার খেদমতের কাজে নিয়োজিত করা হয়। আর সেই খেদমতের

কাজ তাহাদের সোপর্দ এই করা হয় যে, তাহারা আল্লাহর সত্য সেলসেলার বিরোধিতায় শোরগোল উত্থাপন করিয়া উহাকে শোহরত দান করে এবং উহার প্রচারকে দূরদুরান্ত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। মুমেনের মধ্যে আত্মিক আকর্ষণী শক্তি অবশ্যই থাকে।

আমি যখন 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থ প্রণয়নরত ছিলাম, তখন আল্লাহতায়ালার এলহাম হইয়াছিল যে, "দূরদুরান্ত হইতে মানুষ তোমার নিকট আসিবে।" সেই সময় একটি ব্যক্তিও আমার সঙ্গে ছিল না। আর ইহা সেই গ্রন্থ, যাহা খ্রীষ্টান, হিন্দু, ব্রহ্ম-সমাজ, আর্য-সমাজ তথা প্রতিটি সম্প্রদায় এবং সকল বিরুদ্ধবাদীর নিকট মওজুদ রহিয়াছে। মৌলবী মোহম্মদ হুসেন বাটালবী (তৎকালে পাঞ্জাবে আহলে-হাদিস সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আলেম—অনুবাদক) উহার সপক্ষে বিরাট রিভিউ (পর্যালোচনা) লিখিয়া নিজ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া ছিলেন। কেহ ইহা বলিতে পারে কি যে 'বরাহীন' গ্রন্থে প্রকাশিত ঐশী-ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ আমি নিজে রচনা করিয়াছি অথবা এরূপ সময়ে সেগুলি লিখিত হইয়াছিল যখন মানুষ আমার নিকট আসা-যাওয়া করিত? প্রকৃতপক্ষে আমার নির্জন ও নিভৃত অবস্থায় সেই সকল এলহাম প্রচার করা হইয়াছিল এবং কয়েকটি ভাষায় যেমন—আরবী, ফারসী, উর্দ্দু, ইংরেজী ও ইব্রানী—এসব ভাষাতেই ঐসকল এলহাম নাজেল হইয়াছিল। এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার মধ্যে আল্লাতায়ালার রহস্য বা উদ্দেশ্য এই যে, প্রতিটি ভাষা যেন সাক্ষী থাকে এবং উক্ত গ্রন্থের মাহাত্ম্য প্রকাশ হয়। ইহার মধ্যে আর একটি গোপন রহস্য নিহিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে প্রতিটি ভাষাভাষী মানুষ (ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার) সাক্ষী হইবে এবং এই জামাতে দাখিল হইবে।

যদি দুনিয়াতে মানুষ এই সকল কথা নিজ ক্ষমতাবলে রচনা করিতে পারে, তাহা হইলে উহার দৃষ্টান্ত কোথায়ও আছে কি? যদি মানুষের পক্ষে তাহা করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে সমগ্র নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী ও অলৌকিক ক্রিয়া সমূহ সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়িত কিন্তু প্রকৃত বিষয় এই যে পরীক্ষা ও বিপদাবলী আসা জরুরী। প্রত্যেক নবীর যুগেই পরীক্ষা আসিয়াছে এবং এখনও আল্লাহর সেই অমোঘ বিধান বলবৎ রহিয়াছে। মুজাদ্দিদ আলফে সানীও তাঁহার প্রণীত মকতুবাতে লিখিয়াছেন যে, যখন প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ) আসিবেন তখন আলেমগণ তাঁহার বিরোধিতা করিবে এবং তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিবার চেষ্টায় নিয়োজিত হইবে।" (বদর, ১৭ই নভেম্বর, ১৯০৫ইং, মলফুজাত, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৯)

কুফরের তাৎপর্য

"নবীর অস্বীকার কুফরের কারণ ঘটায়। কিন্তু ওলীর অস্বীকারও ঈমানের বিলুপ্তি ঘটার কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং পরিশেষে কুফরের পর্যায়ে লইয়া যায়। সহী বোখারীতে বর্ণিত হইয়াছে:

من عادى وليا فقد اذنته للحرب

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি আমার ওলীর প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে, আমি নিজে তাহাকে আমার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই।

খোদাতায়ালা (কুরআন শরীফে সুরা আরাফের ১৭৭ নং আয়াতে নিদর্শনাবলীর অধিকারী এক জ্ঞানী ব্যক্তি) 'বালয়াম বায়ুরের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে হযরত মুসা (আঃ)-এর

বিরোধিতা করায় অধঃপতনের এমন স্তরে চলিয়া গিয়াছিল যে, (উক্ত আয়াতে) তাহাকে কুকুরের সহিত দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলনা করা হইয়াছে। নবীর অস্বীকার খোলাখুলী কুফরের কারণ ঘটায় কিন্তু আল্লাহর ওলীর যখন কেহ শত্রু হয় তখন তাহারও ভিতরে ভিতরেই ঈমান ও আমলের তওফিক (সামার্থ) লয় প্রাপ্ত হয়।"

(আল-হাকাম, ১৭ই নভেম্বর, ১৯০৫ ইং ; মালফুজাত, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫)

পর্দার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

"আজকাল পর্দার উপরে আক্রমণ করা হয়। কিন্তু এই সকল লোক জানে না যে, ইসলামী পর্দা বলিতে কারাগার বুঝায় না, বরং উহা এক প্রকারের বাধা বা অন্তরায়, যেন বেগানা পুরুষ ও স্ত্রীলোক একে অন্যেকে দেখিতে না পারে। যখন পর্দা থাকিবে, তখনই পদস্খলন হইতে বাঁচিবে। প্রত্যেক ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি মাত্রই বলিবে যে, যেখানে বেগানা নর-নারীদের মধ্যে অবাধ নিঃসংকোচ মিলন ঘটে এবং তাহারা বেপরোয়া একত্রে ভ্রমণ করিতে পারে, সেখানে প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া অনায়াসে তাহাদের পদস্খলন ঘটিবে। প্রায়ই শুনিতে ও দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ জাতিগুলি বেগানা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের এক গৃহে একাকী বাস করাকে, যদিও দরোজা বন্ধ থাকে, কোন দোষণীয় মনে করে না। ইহা যেন সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ঐ সকল কুপরিণতির প্রতিরোধের উদ্দেশেই ইসলামের শরীয়তদাতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেই সব বিষয়ের অনুমতিই দেন নাই, যেগুলি পদস্খলনের কারণ ঘটাইতে পারে। এই ধরণের অবস্থার সম্বন্ধে তিনি উক্তি করিয়াছেন যে যেখানে ঐ ভাবে বেগানা নারী-পুরুষ উভয়ই একত্র হয় সেখানে শয়তান তাহাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া থাকে। এই সকল নাপাক পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা ও বিবেচনা কর যেগুলিতে আজ ইউরোপ বল্গাহীন শিক্ষার দরুণ ভুগিতেছে। বহু স্থানে একেবারেই নির্লজ্জ বারাঙ্গনাসুলভ জীবন যাপন করা হইতেছে। ইহা তাহাদের ঐ সকল নীতি ও শিক্ষারই ফল। যদি কোন জিনিসকে খিয়ানতের কবল হইতে বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে উহার হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ কর। কিন্তু যদি হেফাজত না কর, আর মনে করিয়া লও যে, সবই ভাল মানুষ, তাহা হইলে স্মরণ রাখিবে, নিশ্চয় সেই জিনিসটি ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ইসলামী শিক্ষা কত পবিত্র ! উহা পুরুষ ও মহিলাকে তাহাদের পরস্পর পৃথক থাকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া পদস্খলন হইতে বাঁচাইয়াছে এবং মানব জীবনের শান্তি ও কল্যাণকে তিক্ত ও নস্যাৎ হইতে দেয় নাই। মানবজীবনের এই সামাজিক তিক্ততা ও শান্তি-হীনতার দরুণই আজ ইউরোপকে (পাশ্চাত্য জগত) প্রায়ই আত্মকলহ, পরস্পর সংঘর্ষ এবং অহরহ আত্মহত্যার দৃশ্যাবলী দেখিতে হইতেছে। অনেক ভদ্র মহিলাদের পরিশেষে পতিতাসুলভ জীবন-যাপন সেই শিক্ষা ও দর্শনেরই এক কার্যতঃ পরিণতি স্বরূপ, যে শিক্ষা ও দর্শনে বেগানা মহিলাকে দেখার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।" (মলফুজাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩)

অনুবাদ—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২২শে নভেম্বর ১৯৭৪ইং সনে মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

যে ব্যক্তি 'তকওয়া'-এর পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার এবং অপরাপরের মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করিয়া দেন।

সেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ফলশ্রুতিতেই আহমদীয়াতের দ্বারা মানব হৃদয়সমূহ জয় করা হইতেছে এবং জয় করা হইবে।

নিজেদের আত্মশুদ্ধি ও ইসলাহের বা সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের পারিপার্শ্বকতাকেও উজ্জল ও নূরান্বিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাক।

তাশাহুদ, তায়াউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন :

সুরা আলে-ইমরানে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :

بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين -

অর্থাৎ—আল্লাহতায়ালা মুত্তাকীদিগকে ভালবাসেন। কুরআন করীমের পদ ও পরিভাষা সংক্রান্ত অভিধানে বিবৃত হইয়াছে যে, যখন "মহব্বত' শব্দের কর্তা হয় মানব, অর্থাৎ যখন বলা হয়—'মানুষ আল্লাহকে ভালবাসিয়াছে', তখন উহার অর্থ হয়, আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য সে চেষ্টিত হইয়াছে। আর যখন কুরআন করীমে উক্ত শব্দটিকে এইরূপে ব্যবহার করা হয়—'আল্লাহ তাঁহার বান্দাকে ভালবাসিয়াছেন', তখন উহার অর্থ হয়, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার বান্দাকে পছন্দ করিয়াছেন এবং তাহাকে তাঁহার পুরস্কার সমূহ ও রহমতরাজির দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, যাহারা তাহাদের عهد বা অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে এবং তকওয়ার পথ ধারণ করে তাহারাই মুত্তাকী, এবং এরূপ মুত্তাকীদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালা নিশ্চয়ই ভালবাসেন এবং স্বীয় রহমত ও পুরস্কার সমূহের দ্বারা বিভুষিত করেন। স্বীয় 'আহ্‌দ' বা অঙ্গীকারকে পূর্ণ করার অর্থ কি? আহ্‌দ বা অঙ্গীকারের অর্থ হইল হেফাজাত, তত্বাবধান এবং বারংবার সর্বাবস্থায় কোন জিনিসের সংরক্ষণ করা। সুতরাং ইমাম রাগেব (রহঃ) তদীয় 'মুফরদাত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, اوفوا لحفظ الايمان—'নিজের অঙ্গীকারের হেফাজত কর তথা নিজেদের ঈমানের হেফাজত কর। আর ঈমানের অর্থ উক্ত গ্রন্থে তিনি এই করিয়াছেন যে, ইহা কখনও কখনও 'ইস্‌ম' বা নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যথা—

اسما للشريعة التى جاء بها محمد عليه الصلوة و السلام

অর্থাৎ, যে শরিয়ত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আনয়ন করিয়াছেন, যে শরিয়ত আল্লাহ্‌-তায়ালার তরফ হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর নাযেল হইয়াছে, সেই শরিয়তের 'ইসম' বা নাম হইল 'ঈমান'। 'আহ্‌দ' তথা 'ঈমান' শব্দ 'ইসম' হিসাবে মুহাম্মদীয় শরীয়ত অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সুতরাং اوفوا بالعهد-এর অর্থ হইবে— মোহাম্মদী শরীয়ত যে সকল নির্দেশ আদেশ-নিষেধরূপে প্রদান করিয়াছে সেগুলির প্রতি যত্নবান থাক। এরূপ যেন না হয় যে, যে-কাজ করিতে উহা নিষেধ করিয়াছে ভুল করিয়া উহা করিয়া বস, আর যে কাজ করিতে আদেশ দিয়াছে তাহা গাফলতি বশতঃ বর্জন কর এবং পালন না কর। সুতরাং আল্লাহ বলিতেছেন যে, যাহারা মোহাম্মদী শরীয়তের আহ্‌কাম প্রতিপালন করে, এবং এই অঙ্গীকারের হেফাজত করে অর্থাৎ সর্বক্ষণ চৌকস ও হোশিয়ার থাকিয়া এ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে যেন কোনও হুকুম পালনে বাদ না যায় এবং স্বীয় শৈথিল্য বশতঃ কোন নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত না হয়। و اتقى "এবং যাহারা তকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ্‌তায়ালা এরূপ মুত্তাকীদিগের উপর তাঁহার অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ করেন।"

ঈমানের হেফাজতের তিনটি দিক রহিয়াছে। একজন মুমেন ব্যক্তি ধর্মীয়রূপে তখনই মুমিন বলিয়া আখ্যায়িত হয় যখন তাহার মধ্যে তিনটি বিষয় বিদ্যমান থাকে। এক তো এই যে, সে সর্বান্তঃকরণে সত্যকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে। দ্বিতীয়তঃ মৌখিকভাবেও সত্যকে স্বীকৃতি দান করে। তৃতীয়তঃ সেই হক ও হেদায়ত অনুযায়ী তাহার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ তাহার সকল কর্ম-শক্তি কার্যে নিয়োজিত হয়।

উক্ত আভিধানিক তথ্যসমূহ আমি এজন্য বর্ণনা করিতেছি যে, বন্ধুগণের সহিত আলাপ-আলোচনা কালে আমি অনুভব করিয়াছি যে, উক্ত বিষয়গুলি অনেকেরই জানা নাই বা এগুলির প্রতি তাহাদের লক্ষ্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। একটি কথা তো আমি ইহা বলিতেছি যে, 'ঈমান' মোহাম্মদী শরীয়তের নামান্তর। আমাদের সামনে যে সকল বন্ধু বসিয়া আছেন—তাঁহাদের যেমন নিজ নিজ নাম আছে—যেমন আমার নাম নাসের, তেমনি 'ঈমান' হইল শরীয়তে-মোহাম্মদীর নাম। দ্বিতীয় কথা আমি এই বলিয়াছি যে, তিনটি জিনিস উহার মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে, অর্থাৎ—মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরের স্বীকৃতি অর্থাৎ সত্যকে সত্যিকাররূপে হৃদয়ঙ্গম বা উপলব্ধি করার মানসিক ও আত্মিক অবস্থা ; এবং আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে যেসব কর্মশক্তি দান করিয়াছেন সে গুলির দ্বারাও তাহার আমল বা কর্মধারা ও ব্যবহারিক জীবন যেন সেই স্বীকৃতি ও উপলব্ধি, সেই হেদায়ত ও শরিয়ত অনুযায়ী রূপায়িত হয়। ইমাম রাগিব (রহঃ) প্রণীত 'মুফ্‌রদাত' গ্রন্থে ইহাও লিখা আছে যে, উক্ত অবস্থাত্রয়ের প্রতিটিকে ঈমান বলা হয় :

و يقال لكل واحد من الاعتقاد و القول الصدق و العمل الصالح ايمانا

তকওয়ার অর্থ— যাবতীয় গোনাহ্‌র বিষয় এবং আল্লাহতায়ালা যাহা পছন্দ করেন না তাহা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখা এবং اتقى فلان بكذا اذا جعله وقاية لنفسه

(—যখন বলা হয়, ইত্তাকা ফুলানুন বেকাযা' ; তখন ইহার অর্থ হয়, উহাকে সে আত্মরক্ষার জন্য ঢাল স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে—অনুবাদক) সেজন্য আমরা তকওয়ার অর্থ এই করিয়া থাকি যে, 'আল্লাহ্‌তায়ালার তকওয়া ইখতিয়ার কর'—আর এই কথাটির অর্থ হয় যে, আল্লাহতায়ালাকে নিজেদের হেফাজতের জন্য ঢাল স্বরূপ বানাও। সুতরাং এস্থলে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মোহাম্মদী শরীয়ত তথা ঈমানের রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজত করে অর্থাৎ মোহাম্মদীয় শরীয়তের উপর ঈমান কায়েম রাখিয়া আত্মরক্ষার কাজে এরূপে নিয়োজিত থাকে যে, কুরআনী শরীয়ত যে কার্যের অনুমোদন করে নাই তাহা যেন সে না করে এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর নাজেলকৃত এই শরীয়ত যাহা পালন করিতে আদেশ করিয়াছে তাহা পালনে যেন বিচ্যুতি না ঘটে। উক্ত কর্তব্য পালনে নিয়োজিত থাকার সংগে সংগে যে ব্যক্তি তকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহও অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্‌তায়ালাকে তাহার হেফাজত ও আত্মরক্ষার জন্য ঢাল স্বরূপ গ্রহণ করে অর্থাৎ দোওয়ায় রত থাকে এবং আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভে চেষ্টিত থাকিয়া খোদাতায়ালার আশ্রয়ে আসিয়া যায় যাহাতে শয়তানের সর্ব প্রকার আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইতে পারে—এরূপ মুত্তাকীদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালা ভালবাসেন অর্থাৎ স্বীয় পুরস্কার, রহমত ও সন্তোষে বিভূষিত করেন।

তকওয়ার উপরে কুরআন করীম তথা শরীয়তে-মুহাম্মদীয়া বড়ই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। আর প্রকৃতপক্ষে মানুষের রুহানী ক্রমোন্নতির সূত্রপাত গোনাহ্‌ হইতে আত্মরক্ষার দ্বারাই হইয়া থাকে। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত সৎকর্মের (আমলে সালেহ্‌র) বীজ বপনার্থে ক্ষেত্র প্রস্তুত না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই বীজ বপন করিলেও সজীব হইয়া উঠিবে না। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল কিন্তু ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, সেই দুর্বলতার কুপ্রভাব হইতে বাঁচিবার জন্য মুহাম্মদীয় শরীয়ত আমাদিগকে প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্টতম শিক্ষা দান করিয়াছে এবং সেই সকল পথ ও পন্থার নির্দেশ দিয়াছে যেগুলিতে পরিচালিত হইয়া মানুষ হয়তো সেই সকল দুর্বলতা হইতে নিরাপদ থাকে অথবা কোন বাশারী (মনবীয়) দুর্বলতা সংঘটিত হইলেও উহার কুপ্রভাব হইতে রক্ষা পায়। যেমন, তৌবা এবং ইস্তেগফার রহিয়াছে।

মোট কথা, মানুষের আধ্যাত্মিক যাত্রা পাপ হইতে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার দ্বারা আরম্ভ হয় এবং উহার চূড়ান্ত সীমা স্ব স্ব ক্ষমতা ও সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভে উপনীত হয়। তারপর তাহার উন্নতি সমূহ সেই সীমা হইতে আর এক রঙে অগ্রসরমান হয়। যেমন জান্নাত সম্বন্ধে যে ধারণা বা কল্পনা আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে 'ঈমান' তথা শরীয়তে-মুহাম্মদীয়তে দান করিয়াছেন তাহা ইহা নয় যে, জান্নাতে আমল বা কর্মের অবকাশ থাকিবে না, বরং তাহা এই যে, জান্নাতে কোন পরীক্ষা লওয়া হইবে না। আমল বা কর্ম থাকিবে কিন্তু সেই ধরনের কর্ম সেখানে হইবে না, যেমন পরীক্ষার কর্ম আছে, যাহার ফল হিসাবে শাস্তি অথবা পুরস্কার উভয়ের যে কোন একটির সম্ভাবনা থাকে। একজন ছাত্র যখন পরীক্ষা দিতে বসে তখন তাহার জন্য পাশ অথবা ফেল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অতএব জান্নাতের আমলগুলি পরীক্ষামূলক হইবে না কিন্তু ইসলাম পেশকৃত জান্নাত সম্বন্ধে কাহারও এরূপ কল্পনা করা যে সেখানে মানুষ গাফলতি বা আলস্যের রোগে ভুগিবে এবং কোন কাজ করিবে না—ইহা কুরআন সম্মত কল্পনা নয় বরং কুরআন করীমে এবং উহার তফসীর ও ব্যাখ্যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত ইরশাদ সমূহে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে জান্নাতে মানুষ দৈনিক এতটুকু কাজ অবশ্য করিবে যাহার ফলে পরবর্তী দিনে তাহার মোকাম ও মর্যাদা পূর্ববর্তী দিনের তুলনায় উচ্চতর ও উন্নত হইবে। এই দুনিয়ায় জীবন ভর আমরা যে আমল করি (অবশ্য এক ব্যক্তির জান্নাত এবং অপর ব্যক্তির জন্নাতের মধ্যে তফাৎ আছে কিন্তু) উহার ফলশ্রুতি হিসাবে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও অনুগ্রহক্রমে মানুষ জান্নাতের অধিকারী হয় অথবা অনেকে বিফল মনরথ হয় এবং সেই ব্যর্থতার শাস্তি তাহাদিগকে মৃত্যুর পরে ভোগ করিতে হয়। পক্ষান্তরে যাহারা সফলকাম হইবে এবং জীবন ব্যাপী অব্যহত প্রচেষ্টার ফলে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি ও তাঁহার রহমতের জান্নাত যাহারা হাসিল করিবে, সেই জান্নাতে তাহাদের দিবা-রাত্র গাফলতি ও অবহেলা-পুর্ণ দিবারাত্র হইবে না। বরং সেখানে যে সকল আমল মানুষকে করিতে বলা হইবে সেগুলি এ ধরণের হইবে যে, প্রতিদিনই তাহাদের মোকাম ও মর্যাদাকে সমুন্নত করার এবং তাহাদের রবের নিকটতর করার কারণ ঘটাইবে।

মোটকথা, এই জগতে আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্রযাত্রা এ লক্ষ স্থল হইতেই আরম্ভ হয় যে সকল প্রকার গোনাহ, অবহেলা ও ত্রুটি এবং যে সকল কাজে আল্লাহতায়ালা অসন্তুষ্ট হন মানব যেন সেগুলি হইতে বিরত থাকায় যত্নবান হয়। তাকওয়ার একটি গুরুত্বপুর্ণ দিক ইহাই। ইহার বিস্তারিত বিবরণে এখন আমি যাইব না কিন্তু এতটুকু বলা অবশ্যই সমীচীন হইবে যে মানুষের সালমতী ও নিরাপত্তার জন্য অর্থাৎ খোদাতায়ালার অসন্তুষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়ার এবং গাফলতি ও অবহেলার দরুণ খোদাতায়ালার কহরের কবল হইতে বাঁচিবার জন্য তাকওয়া রক্ষাকবচ স্বরূপ কাজ করে, বান্দার হেফাজত করে এবং প্রত্যেক প্রকারের ফেৎনা, ফসাদ, ও খারাপি এবং প্রত্যেক প্রকারের পাপ ও বদ আমলি হইতে সুরক্ষিত থাকার জন্য তকওয়া এক মজবুত ও দুর্ভেদ্য দুর্গের উপকার করে। যে ব্যক্তি তকওয়ার প্রাচীর ও চতুঃসীমার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সে সর্বপ্রকার বিপদ, ফেৎনা-ফসাদ, কুকর্ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও আলস্য-অবহেলার কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। আবার তকওয়ার সুক্ষ্মতর পথসমুহ রহিয়াছে। মানুষে মানুষে তকওয়ার ক্ষেত্রে ফারাক ও প্রভেদ আছে। কোন কোন মানুষের ক্ষমতা নিচয় স্থুল ধরণের হইয়া থাকে। আর কাহারও কাহারও ক্ষমতাগুলি এরূপ স্বচ্ছ ও সতেজ হয় যে, তাহারা সকল বিষয়ে তাকওয়ার গভীর ও সূক্ষ্ম স্তরসমূহে প্রবেশ করে। তাহারা অধিকতর রুহানী উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয়। যাহাদিগকে আল্লাহতায়ালা সেই সকল সূক্ষ্মপথের সনাক্ত ও উপলব্ধিও দান করিয়াছেন, তকওয়ার সেই সূক্ষ্ম পথসমুহ তাহাদের রুহানী সৌন্দর্যের মাধুর্যপুর্ণ রূপ-রেখা ও মনোরম অবয়বকে ফুটাইয়া তোলে। যেমন, আমি বলিয়া আসিয়াছি,

তাকওয়ার মূল তত্ত্ব এই যে, ইহা ফেৎনা, ফসাদ, জুলুম ও সকল প্রকার নিষিদ্ধ বিষয়ের কবলে পড়িতে মানুষের হেফাজত করে, সুতরাং মানুষ যখন সকল দিক দিয়া মুত্তাকী হইয়া যায়—অর্থাৎ যখন কোনও প্রকার অপবিত্রতা তাহার কাছে আসিতে পারে না, তাহাকে স্পর্শ করে না, তখন সে যেহেতু কলুষ ও বিকার হইতে নিজেকে সংরক্ষিত করিতে পারিয়াছে সেইহেতু তাহার রুহানী রূপ-রেখা ও অবয়ব সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। আল্লাহতায়ালা বলেন যে, এরূপ মুত্তাকী-দিগকে আমি ভালবাসি। আর কুরআন করীমে গভীর মনোনিবেশ করিলে আমরা এই সত্যে উপনীত হই যে, আল্লাহতায়ালার প্রীতি ও ভালবাসার অর্থ হইয়া থাকে এই যে, তিনি তাঁহার পুরস্কারসমূহ, তাঁহার রহমত ও অনুগ্রহ রাজীর দ্বারা বান্দাকে বিভূষিত করেন। মুত্তাকীদিগের উপর আল্লাহতায়ার কোন্ ধরণের পুরস্কার, রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হয় তাহা কুরআন করীম স্বয়ং আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে। সুতরাং আল্লাহতায়ালা বলেন:

يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا و يكفر عنكم سيئاتكم و يجعل لكم نورا تمشون به

অর্থাৎ, যাহারা শয়তানী আক্রমণ হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্য আমাকে আশ্রয়স্থল হিসাবে গ্রহণ করে তথা তাকওয়া অবলম্বন করে, আমি তাহাদিগকে এইরূপে ভালবাসি এবং আমার পুরস্কার ও অনুগ্রহরাজী তাহাদের উপর এইরূপে বর্ষিত হয় যে, আমি তাহাদের মধ্যে এবং তাহাদের অপরাপরের মধ্যে এক স্বাতন্ত্র্য, এতদউভয়ের মধ্যে এক পার্থক্য সৃষ্টিকারী মর্যাদার উন্মেষ ঘটাই। মুমেন ও গয়র মুমেনের মধ্যে রুহানী সৌন্দর্যের দিক দিয়া তো পার্থক্য থাকেই বটে, তদপোরি বাহ্যিকভাবেও তাহারা চিহ্নিত ও পরিচিত হয়। অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাহাদের দেখিয়া চিনিতে পারেন যে, তাহারা কি ধরনের লোক। তাহাদের চরিত্রে, তাহাদের কথা-বার্তায়, ব্যবহার-আচরণে, সৃষ্টি-জীবের প্রতি তাহাদের আন্তরিক প্রীতি ও সহানুভূতি সবকিছুই ফুটিয়া উঠে—এক প্রকাশমান পার্থক্য বিরাজিত হয়।

আমি দেখিয়াছি, যাহারা তরবিয়তাধীন অবস্থাতে রহিয়াছে, যেমন তাহারা মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিতেছে অথবা তাহারা আহমদীয়তে নবদীক্ষিত, অল্পকিছু শিক্ষা-তরবিয়ত লাভের পরেই তাহাদের মধ্যেও এমন ধরনের পরিবর্তন ঘটে যে, তৎক্ষণাৎ তাহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন সময় বন্ধুরা নিজেদের বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে লইয়া আসেন, যাহাদের দুই এক কথার দ্বারাই আমি বুঝিতে পারি যে, তাহাদের বেশ কিছু তরবিয়তের প্রয়োজন; অর্থাৎ এখনও তাঁহারা আহমদীয়াতের ও ঈমানের তরবিয়ত গ্রহণ করিতে শুরু করেন নাই। কথা বলা, চলা-ফেরা ইত্যাদির নিয়ম আছে। চলার নিয়ম হইতে আমার স্মরণ পড়িয়াছে যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে শামিল হওয়ার উদ্দেশে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, الوقار الوقار —অর্থাৎ, "তোমার চলার মধ্যে একজন মুমেনের গাম্ভির্য পরিলক্ষিত হইতেছে না।' এতদ্বারা জানা গেল যে, একজন মুমেনের চলন একজন গয়র-মুমেনের মোকাবিলায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রাখে। তাহাদের উভয়ের মধ্যে এক 'ফুরকান'

(সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্য) বিদ্যমান থাকে। তারপর দৃষ্টান্তস্বরূপ, পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি যত্নবান হওয়া ও লক্ষ্য রাখার বিষয় আছে। ইহা ঠিক যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মানুষের অনেক রকম দুর্বলতা থাকে। মুমেনদের মধ্যেও অনেকের দুর্বলতা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা অবশ্যই রহিয়াছে। তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি যখন আমরা লক্ষ করি, আমরা দেখিতে পাই যে, যাহারা মুমেন তাহারা অধিকতর শ্রেয় সৎকর্ম (আমলে-সালেহ)-এর উপর পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখাটাকে কখনও অগ্রগণ্য করিবে না। وما انا من المتكلفين (‘আমি বানোয়াট বা কৃত্রিমতা অনুশীলনকারী নাই—অনুবাদক)—ইহা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইরশাদ। ইহাই তাঁহার কর্মগত ও কার্যকরী আদর্শ ও—অর্থাৎ তাঁহার উঠা-বসা, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, থাকা-পরা তথা সারাটি জীবনের কোথায়ও বানোয়াট ও কষ্ট-কল্পনার ছায়াপত পরিলক্ষিত হয় না।

আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—আমি এ কথাটি এই উদ্দেশ্যেই বলিতেছি যাহাতে কোন আহমদীর মধ্যে এই ক্ষুদ্র দুর্বলতাটিও বিদ্যমান থাকিলে তাহা যেন দূর হইয়া যায়, কেননা ইহার দ্বারা ‘ফোরকানে’ তথা মুমেনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদায় ব্যতিক্রম ঘটে। এরূপ কতক লোক আছেন যাহারা কাপড়-চোপড় পরা অবস্থায় মাটিতে বসিতে পারেন না। অথচ অনেক সময় কোন কাপড় না বিছাইয়া খালি মাটিতে বসা সওয়াবের কাজ বা কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের কাপড়ে যদি মাটি লাগিয়া যায়, তৎক্ষণাৎ উহা ঝাড়িতে আরম্ভ করেন এবং কাপড় হইতে মাটি উড়াইতে আরম্ভ করেন। যে জিনিসে তৈরী হইয়াছেন উহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন।

যাহা হউক, সময় বিশেষে মাটিতে বসাও সওয়াবের কাজ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। একবার আমার স্মরণ আছে, সেঠিয়ালী মোকামে আমাদের আহমদীয়াদের দুইটি দলের মধ্যে পরস্পর মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং উহা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত পর্যায়ে চলিয়া যাইতেছিল। আমরা সেখানে গেলাম। দীর্ঘ ঘটনা ; সংক্ষেপ করিব। সুতরাং আমি উভয় দলের লীডারদের বলিলাম, আসুন, আমার সঙ্গে চলুন। তাঁহাদের সঙ্গীরা একে অন্যেকে ক্রোধাত্মক কথা বলিয়া উত্তেজিত করিতেছিল। একটি ক্ষেতের মধ্যে আমরা আরামের সহিত বসিয়া পড়িলাম ; আমার মন ও মস্তিষ্কের কোথায়ও লেশমাত্রও এই ধারনার উদ্ভব হয় নাই যে, কাপড়ে ধুলাবালি বা মাটি লাগিবে। মাটিতে বসিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম এবং প্রায় পৌনে এক ঘন্টার মধ্যেই অতি সহজ-সরলভাবে তাহাদের আপোষ মীমাংসা হইয়া গেল, কেননা তাহারা একা ছিল, তাহাদের নিকটে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কেহই ছিল না।

কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখা অবশ্য জরুরী কিন্তু ইহা মনে করা যে, কাপড়ে মাটিও যেন লাগিতে না পারে, সেই জন্য কাপড়কে সযত্নে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা—ইহা যেন এত বড় সওয়াবের কাজ যে তদপেক্ষা আর কোন সওয়াব নাই—এরূপ মনে করা ভুল। যখন বানোয়াট ও কৃত্রিমতা আসিয়া যাইবে তখন কাপড় পরিচ্ছন্ন রাখাও গোনাহর কাজে

পর্যবসিত হইবে। অর্থাৎ এমন পর্যায়ের পরিচ্ছন্নতা যে, মাটি লাগিতে পারিবেই না, কোন দাগও থাকিতে পারিবে না। সাহাবা কেরামের (রাঃ) জীবনে দেখা যায়, এরূপ জামানাও ছিল, যখন তাঁহারা কোন কাপড়ও বিছাইতে পারিতেন না। অথবা এরূপ কোন স্থানে গিয়া নামাজ পড়ার ওক্ত হইয়া গিয়াছে যে সেখান হইতে মসজিদে পৌঁছা সম্ভব নয়, সেখানে খালি জমিনের উপরই নামাজ পড়িয়া লইতেন। কেননা جعلت لی الارض مسجدا (সারা জমিনকেই আমার জন্য মসজিদ স্বরূপ করা হইয়াছে)-ইহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইরশাদ। অত্যন্ত সরল ও বানোয়াট মুক্ত জীবন ধারা, যাহা ইসলাম আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে, যাহা কুরআনী হেদায়ত আমাদের প্রতি নির্দেশ করিয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তকওয়ার সহিত সব কাজ করে অর্থাৎ যে সকল খারাপি ও দুর্বলতা হইতে ইসলাম বারণ করিয়াছে সেগুলি হইতে বিরত থাকে এবং সেই সকল পথ অবলম্বন করে যেগুলি পালন করার জন্য ইসলাম আদেশ করিয়াছে; যেমন—ইসতেগফার বেশী বেশী করা, বেশীরও বেশী দোওয়া করা, যেন আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক প্রকারের গোনাহ ও খারাপি হইতে বাঁচাইয়া রাখেন। ইহার পরিণতি হিসাবে আল্লাহতায়ালা তাহাদের জীবনে এক 'ফোরকান'—এক স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন। যে ব্যক্তি এই প্রকারের হইয়া থাকে যে, সর্বদা সে চৌকস ও সতর্ক থাকিয়া গোনাহ হইতে বাঁচে, নেক কাজ করিতে থাকে, সৃষ্টি জীবের সেবায় নিয়োজিত থাকে এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে, এরূপ ব্যক্তির জীবন এবং অপরের জীবনের মধ্যে স্বভাবতঃই আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান থাকিবে। আল্লাহতায়ালা বলেন যে, 'দেখ, কত বড় পুরস্কার আমি তোমাদিগকে দান করিব। যদি তোমরা শরীয়তে-মোহাম্মদীর অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর এবং তকওয়ার পথ সমূহ অবলম্বন কর তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে এবং অপরাপরের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্যের সৃষ্টি করা হইবে এবং سیئات (সর্বপ্রকার খারাপি) ঢাকিয়া দেওয়া হইবে।' ঢাকিয়া দেওয়ারও সেই অর্থ, যাহা 'ইস্তেগফার' এর অর্থ বুঝায়—হয়ত গোনাহ আর সংঘটিত হইবে না, অথবা কুপরিণতি ও কুপ্রভাব হইতে আল্লাহতা'লা বাঁচাইয়া লইবেন। কুরআন করীম বিভিন্ন স্তরের মানুষের ক্ষেত্রে ইহার বিভিন্ন অর্থ প্রয়োগ করিয়াছে। তারপর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন: "এবং নুর দান করা হইবে।' ইহার অর্থ এই যে, প্রতিটি কাজে তোমাদিগকে উদ্দীপ্ত স্পৃহা ও নির্মল আনন্দ দান করা হইবে এবং সন্দেহাতীত জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত তোমরা নেকীর কাজ করিবে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে, তোমাদের কর্মে নুর থাকিবে, তোমাদের কথায় নুর থাকিবে, তোমাদের শক্তি নিচয়ে নুর থাকিবে, তোমাদের ইন্দ্রিয়সমূহে নুর থাকিবে, তোমরা পূর্ণ মূর্তিমান নূরে পরিণত হইবে এবং সে সকল পথ দিয়া তোমরা বিচরণ করিবে সেগুলি উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হইবে এবং যে সকল পথ হইতে তোমাদের বাঁচিতে হইবে এবং যেগুলি হইতে নিবৃত থাকার জন্য আল্লাহতায়ালা মুহাম্মদীয় শরীয়তে আদেশ দিয়াছেন, সে পথসকল অন্ধকার তমাসাচ্ছন্ন হইবে। নুর ও আঁধারের মধ্যে পার্থক্য-

করণ শক্তির দ্বারা তোমরা অন্য সকলের মধ্যে চিহ্নিত ও পরিচিত হইবে, তোমরা আলোকোজ্জল পথে সন্দেহাতীত জ্ঞান, সূক্ষ্মদর্শিতাসহ, পুরস্কারসমূহ অর্জন করতঃ ক্রম অগ্রসরমান হইতে থাকিবে, এবং অন্য যাহারা খোদাতায়ালা ও হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে দূর, তাহারা অন্ধকার রাশিতে দিশাহারা হইয়া ঘুর-পাক খাইতে থাকিবে। তাহারা জানিবে না যে, কোন পথটি খোদাতায়ার সান্নিধ্যে লইয়া যায়. আর কোন পথ তাঁহা হইতে দূরে লইয়া যায়।

এই খোৎবা ঐ বিষয়বস্তুরই ধারাবাহিক অংশ বিশেষ যে, আল্লাহতায়ালা মুত্তাকীদিগকে ভালবাসেন এবং যে মুত্তাকী নয় তাহাকে তিনি ভালবাসেন না ; সেই আহ্‌দ বা অঙ্গীকার যাহার অর্থ কুরআন করীমের জ্ঞানে বুৎপত্তির অধিকারীগণ 'শরীয়তে মুহাম্মাদীয়া' বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই মহান অঙ্গীকারের উপর যাহারা সফলতা ও বিশ্বস্ততার সহিত কায়েম থাকেন তাহাদিগকে আল্লাহতায়ালা ভালবাসেন।

সুতরাং, যে সকল হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধ কুরআনী শরীয়তের মধ্যে আমাদিগকে দান করা হইয়াছে, যদি আমরা আমাদের বয়েতের অঙ্গীকার অনুযায়ী যে ঘোষণা করিয়াছি যে, আমরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনীত শরীয়তের উপর ঈমান রাখিব এবং উহার অনুশাসন সোলআনা মানিয়া চলিব, উহার উপর আমল করিব, আমরা যে অঙ্গীকার করিয়াছি যে, হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে, আমরা সর্বদা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের সামনে একমাত্র 'উসওয়ায়ে 'হাসানা'—উৎকৃষ্টতম আদর্শ' হিসাবে কায়েম রাখিব ; আমরা যে অঙ্গীকার করিয়াছি যে আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিব এবং যে সকল পথে আমাদের প্রিয়তম প্রভু ও নেতা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর চরণধুলী পড়ে নাই সেই পথে আমরা চলিব না—যদি সেই অঙ্গীকার আমরা পালন করি, যদি আমরা খোদাতায়ালার তকওয়া ইখতিয়ার করিয়া খোদাতায়ালাকে আমাদের জন্য ঢাল ও রক্ষা-কবচ স্বরূপ গ্রহণ করি এবং বিভ্রান্তির কবল হইতে হেফাজত ও সালামতীর উপায় হিসাবে তাঁহাকেই নির্ধারণ করি, তাঁহার অঙ্গুলি ধারণ করি (ইহা রূপকের ভাষায় বলিতেছি কেননা রূপক ভাষার মাধ্যমেই আমরা সহজে বুঝিতে সক্ষম হই), তেমনি যদি আমরা বিনয়াবনত হইয়া দোওয়া করিতে থাকি যেন তিনি স্বয়ং আমাদের পথ-প্রদর্শক হন এবং যদি আমরা তকওয়ার সূক্ষ্মতি সূক্ষ্ম পথ সমূহ অবলম্বন করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তার সৌন্দর্য ও মাধুর্য পূর্ণ রূপ-রেখা প্রস্ফুটিত করিয়া তোলি, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা আমাদিকে অপরাপরের মোকাবিলায় স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করিবেন। আর যখন আল্লাহতায়ালা আমাদের মধ্যে এবং অন্যদের মধ্যে 'ফুরকান' (পার্থক্য) রাখিয়া দিবেন এবং এই ধারায় আমাদিগকে ভালবাসিবেন, তখন আমরা হয়ত ভুল-ত্রুটি বা পাপ করিব না অথবা তৌবা ও ইস্তেগফারের দ্বারা সেগুলি মোচনের তওফিক লাভ করিব, আল্লাহতায়ালা নেকীর পথ সমূহ আমাদের জন্য সমোজ্জল করিয়া দিবেন, আমাদের ক্ষমতা ও শক্তি নিচয় অভ্যাস ও স্বভাবগতভাবে শুধু সেই সকল পথেই পরিচালিত হইবে যে পথগুলিকে আল্লাহতায়ালার নূর স্বীয়

রহমতের দ্বারা জ্যোতির্ময় করিয়াছেন। এই সেই 'ফুরকান'—স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য, যাহার ফলশ্রুতি হিসাবে আহমদীয়াতের দ্বারা মানবহৃদয় সমূহ জয় করা হইতেছে এবং জয় করা হইবে, ইনশাআল্লাহ। এই সেই দায়িত্ব, যাহা আপনাদের উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে আপনারা নিজেদের এই দাবীতে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না যে, 'আপনাদের জীবন মানবজাতির অন্তর জয় করিয়া হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঝাণ্ডার নীচে একত্র করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত'।

ইহাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এজন্য যে খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর এবং তকওয়ার পথসমূহ অবলম্বন কর, তাহা হইলে তোমাদের এবং অন্যদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য, এক 'ফোরকান' সৃষ্টি করা হইব এবং তোমাদের দুর্বলতা গুলিকে উপরে বর্ণিত উভয় মর্মানুযায়ী ঢাকিয়া দেওয়া হইবে এবং নূরের উপকরণ তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হইবে। এই সেই স্বতন্ত্র মর্যাদা ; ইহা যদি আপনারা অর্জন করিতে পারেন তাহা হইলে কাহাকেও কোনকিছু আর বলার প্রয়োজন থাকিবে না। প্রত্যেকেই বুঝিবে, অন্যদের এবং ইহাদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে ; এবং প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিবে যে, আল্লাহতায়ালার নূরের দিকে এ জামাতই মানুষকে লইয়া যায়। সেজন্য

تعاونوا على البر التقوى

—(নেকী এবং তকওয়ার বিষয়ে সকলের সহিত পারস্পরিক সহযোগিতা কর'—অনুবাদক) —কুরআনী নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের নফ্‌স (ব্যক্তি সত্বা)-এর ইসলাহ ও সংস্কার করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের পারিপার্শ্বিকতারও ইসলাহ করুন এবং উহাকে আলোকিত ও নূরান্বিত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক। (আল-ফজল ৮ই মে, ১৯৮০ইং)

অনুবাদ : মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

শুভ বিবাহ

মহান আল্লাহতায়ালার কৃপায় ময়মনসিংহ জিলা নিবাসী বীরপাইকশাহ্‌ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ আবদুল হাকিম, সাহেবের দ্বীতিয়া কন্যা মোছাঃ পারভীন হাকীম মাহমুদার সহিত, ঢাকার মীরপুর নিবাসী জনাব মোঃ পানাউল্লা সাহেবের প্রথম পুত্র মোঃ আনোয়ার হোসেনের শুভ বিবাহ ৬।৬।৮০ তাং রোজ শুক্রবার কন্যার পিতার বাস ভবনে সুসম্পন্ন হয়। তাহাদের দাম্পত্য জীবন সুখকর ও বাবরকত হওয়ার জন্য জামাতের সকল ভাই বোনের নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী আফগানিস্তানে তাঁর দুজন নিরীহ অনুসারী শাহাদত বরণ করেন এবং তার ফলশ্রুতিতে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই গণ-মৃত্যু এবং ধ্বংস চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে (বিষয়টি কয়েক মাস পূর্ববর্তী সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে)। কিন্তু এই ধরনের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধেও অনেকে নানা রকম আপত্তি উত্থাপন করেন। উদাহরণ স্বরূপ ভবিষ্যদ্বানীটির দ্বিতীয়াংশে—, 'এখানে যারা বাস করে তারা সকলে চরম পরিণতি লাভ করবে।—বর্ণিত "সকলে" বাক্যাংশটি অনুযায়ী কাবুলের সকল বিরুদ্ধবাদী শাস্তি পায় নাই বলে আপত্তি উত্থাপন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের আপত্তি সাধারণতঃ আরবী ভাষার ব্যবহার-বিধি সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিরাই উত্থাপন করতে পারে। আরবী 'কুল' (كل) শব্দটি সবক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমহীনভাবে 'সকলই' বা 'প্রত্যেকই' অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রায় দেখা যায় যে এই শব্দটি 'কিছু' বা 'অধিকাংশ' অর্থেও প্রযোজ্য। পবিত্র কুরআনেই এরূপ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে যে, মৌমাছি সকল প্রকার ফলগাছ থেকে ('কুল্লেস সমারাতে') আহার সংগ্রহ করে (আল-নহল : ৭০)। ইহা প্রত্যেকেরই জানা আছে যে, সকল ফলগাছ থেকেই মৌমাছি আহার সংগ্রহ করে না এবং সেই কারণে আলোচ্য ক্ষেত্রে 'সকল' শব্দটি 'বহু ফল-গাছ' অর্থে প্রযোজ্য। তেমনিভাবে রাণী শেবা সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, তাঁকে 'সবকিছু' (মেন কুল্লে শাহয়েন) দান করা হয়েছে (আল-নমল : ২৪)। এস্থলে 'সবকিছু' দ্বারা রাণী শেবার পার্থিব ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আরবী 'কুল' (كل) শব্দ দ্বারা প্রায় ক্ষেত্রে অধিকাংশ অথবা উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বা পরিমাণকে বুঝানো হয়ে থাকে।

ভবিষ্যদ্বানীটির পূর্ণতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তি হলো এই যে, ভবিষ্যদ্বানীতে দুজন নিরীহ ব্যক্তির 'যবেহ' হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ঘটনাসূত্রে দেখা যায় যে একজনকে 'যবেহ' করা হয়েছে এবং অন্যজনকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও আরবী ভাষার ব্যবহার বিধি সম্পর্কে অজ্ঞতাই এই আপত্তির কারণ। কারণ আরবা শব্দ-মূল 'যবেহ'-এর অর্থ শুধু হত্যা (ছুরিকা দ্বারা গলা কেটে হত্যা) করাই হয় না। ইহা ছাড়াও এই শব্দ দ্বারা অন্যভাবে হত্যা করা বা মেরে ফেলাকেও বুঝায় অর্থাৎ কিভাবে সেই হত্যা-কাণ্ড সংঘটিত হতে পারে সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন বাধা-ধরা পদ্ধতির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

'যবেহ' শব্দের এরূপ ব্যবহার পবিত্র কুরআন থেকেও সাব্যস্ত হয়। হযরত মুসা (আঃ) সম্পর্কিত বর্ণনায় পবিত্র কুরআনে মিশরীয়দের সম্বন্ধে উল্লেখ আছেঃ "তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে তাহারা যবেহ করিত এবং কন্যা সন্তানদেরকে ছাড়িয়া দিত (অর্থাৎ মারিত না)।" (আল-বাকারা : ৫০)। এস্থলেও "যবেহ" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতদসত্বেও দেখা যায় যে, মিশরীয়গণ ইস্রায়েলী পুত্র-সন্তানদেরকে শুধুমাত্র গলা কেটে হত্যা করার পদ্ধতিই অবলম্বন করে নাই, বরং এই সকল শিশুদের অন্যভাবে হত্যা করা হয়েছে—যেমন জন্মের সাথে সাথেই ধাত্রীরা গলা টিপে মেরে ফেলতো, অথবা শিশুদের নদীতে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হতো। (Exodus 1 : 22 ; Acts 7 : 19, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)

(২) ইরানের বিপ্লব সংক্রান্ত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা

১৯০৬ সনের ১৫ই জানুয়ারী হযরত মীর্যা সাহেব নিম্নোক্ত ইলহাম লাভ করেনঃ

"زلزلہ در ایوان کسری افتاد"

"তাযালযুল দার ইওয়ানি কিসরা উফতাদ।" অর্থঃ "কিসরার প্রাসাদে মহা-কম্পন সংঘটিত হয়েছে।"

উপরোক্ত ইলহামটি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সংবাদ-পত্রে যথাসময়ে প্রকাশিত হয়। সেই সময় তদানীন্তন ইরানের শাসক ভালভাবেই তাঁর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। ১৯০৫ সালে তিনি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহন করেছিলেন যে, ইরানের একটি পালামেন্ট বা 'মজলিস' (জাতীয় সংসদ) থাকবে যাতে জন-প্রতিনিধিগণ সদস্য হিসেবে থাকবেন। জনগনও শাহের এই সিদ্ধান্তের জন্য আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ ছিল এবং বাদশাহ মুজাফফর উদ্দিন শাহ বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। মোট কথা, রক্তপাতহীন বিপ্লবের পর ইরানে শান্তি বিরাজমান ছিল। আশা করা যাচ্ছিল যে, এশিয়ায় জাপানের পর ইরানই দ্বিতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার গৌরব অর্জন করতে চলেছে। কেউ কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা করতে পারে নাই। কিন্তু দেখুন ঘটনাচক্র কিভাবে দিক পরিবর্তন করলো।

১৯০৭ ইং সনে ৫৫ বছর বয়স্ক মুজাফফর উদ্দীন শাহ মারা গেলেন। তাঁর পুত্র মীর্যা মুহাম্মদ আলী সিংহাসনে বসেন এবং তাঁর পিতা কতৃক সমর্থিত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সমূহ তিনিও স্বীকার করেন। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত নিদর্শন প্রকাশ পেতে লাগলো। ইরানের শাহ এবং মজলিসের মধ্যে সত্বর তীব্র বিরোধ দেখা দিল। এমন কতক দাবী মজলিস করে বসলো যা শাহ মানতে রাজী হলেন না। শাহ কতক লোককে বরখাস্ত করলেন, মজলিস যাদের অনুমোদন করলো না। শাহ রাজধানী ছেড়ে চলে গেলেন। জাতীয়তাবাদী দল এবং কসাক্‌দের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। শাহের দেহরক্ষীদের মধ্যে কসাকরাই ছিল। সংসদ ভবনে গোলাবারুদ নিক্ষেপ করা হলো।

বিধ্বস্ত হলো সংসদ ভবনটি। বাদশাহ্ সংসদ ভেঙ্গে দিলেন। সাধারণ বিদ্রোহ শুরু হলো। লরিস্তান, লাবুদজান, আকবারাবাদ, বুশেহর, শিরাজ এবং দক্ষিণ ইরান বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়লো। গভর্ণরগণ এবং পুরানো আমলের অফিসার বৃন্দকে বরখাস্ত করা হলো। শাসন ব্যবস্থা জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দলের হতে চলে গেল। এক আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের কবলে ইরান হাবুডুবু খেতে লাগলো। শাহ তাঁর খাজাঞ্চীখানা এবং ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পদ রাশিয়ায় স্থানান্তরিত করতে লাগলেন। তিনি স্বয়ং ইরানের অভ্যন্তর থেকে দৃঢ়-সংকল্প এবং কৌশলের সংগে বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে মারাত্মক তৎপরতা চালাতে লাগলেন। কিন্তু বিদ্রোহের দাবানল চতুর্দিকে ছড়াতে লাগলো। ১৯০৯ সনের জানুয়ারী মাসে বিদ্রোহ ইস্পাহানেও ছড়ালো। ইতি-মধ্যে বখতিয়ারী প্রধানও বিদ্রোহে যোগ দিলেন। রাজকীয় সমর্থকরা পরাভূত হলো। শেষ রক্ষার জন্য শাহ্ পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করলেন যে অতঃপর সংসদীয় সরকারই দেশ শাসন করবে এবং পুরাতন একনায়কত্বের অবসান হবে। কিন্তু এতদসত্বেও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো না। রাজ প্রাসাদে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। পরিশেষে এমন কি শাহের দেহ-রক্ষী কসাকরাও বিদ্রোহীদের সংগে যোগ দিল। বাদশাহ এবং তার পরিবার পরিজন রাশিয়ান দূতাবাসে আশ্রয় নিলেন। সেদিন ছিল ১৫ই জুলাই, ১৯০৯ সন—অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশনার আড়াই বছর পর এই ঘটনা ঘটলো। জুন এবং জুলাই মাস রাজ-প্রাসাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্নতা, অস্থিরতা এবং প্রানান্তকর অবস্থা বিরাজ করছিল। ভবিষ্যৎ-বাণীতে বর্ণিত 'মহা-কম্পন' এভাবেই রাজ প্রাসাদকে আলোড়িত করে পূর্ণতা লাভ করেছিল। (অনুদিত পুস্তকখানা প্রায় ৫০ বসর পূর্বের লিখিত। ইরানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটির পূর্ণতার এক উজ্জল নব প্রকাশ—অনুবাদক) (ক্রমশঃ)

("দাওয়াতুল আমীর" গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ Invitation-এর ধারাবাহিক অনুবাদ—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান)

শুভ বিবাহ

(১) দিনাজপুর জেলার কাহারোল থানার অন্তর্গত সাঈনগর গ্রামের মরহুম ডাঃ নফির উদ্দীনের কন্যা মোছাঃ আলেয়া খাতুনের সহিত ২১১১/- টাঃ দেন মোহর ধার্য্যে, বীরগঞ্জ থানার খোদ্দ পাড়া নিবাসী তমিজ উদ্দীন আহমদ সাহেবের পুত্র মোহাম্মদ জসির উদ্দীনের বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।

(২) রংপুর জেলার নিলফামারী থানার অন্তর্গত কানিয়ালখাতা গ্রামের মোঃ মনসুর আলী প্রধানের কন্যা মোছাঃ আঞ্জুমান আরা বেগমের সহিত, দিনাজপুর জেলার কাহারোল থানার মাহদীপুর গ্রামের মৌঃ মোঃ কাজিম উদ্দীন আহমদ সাহেবের পুত্র সেরাজ উদ্দীনের বিবাহ ২৫১৫/- টাকা দেন মোহর ধার্য্যে সুসম্পন্ন হয়।

(৩) দিনাজপুর জেলার কাহারোল থানার মাহদীপুর গ্রামের কাজিম উদ্দীন আহমদ সাহেবের কন্যা মোছাঃ মরিয়ম বেগমের সহিত, উক্ত থানার সাঈনগর গ্রামের মরহুম ডাঃ নফির উদ্দীন আহমদ সাহেবের পুত্র আবদুল জব্বার-এর বিবাহ ২৫২৫/- টাকা দেন মোহর ধার্য্যে সুসম্পন্ন হয়। বন্ধুগণ উক্ত সকল বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য দোওয়া করিবেন।

জরুরী সার্কুলার ঃ

রমজান শরীফে পালনীয় বিশেষ কর্তব্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

আশা করি, খোদার ফজলে কুশলেই আছেন। পবিত্র মাহে রমজান সমাগত প্রায়। এই মাস ইবাদত-বন্দেগীর বিশেষ মাস। এই মাস ফরজ ও নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার ফজল রহমত ও নৈকট্য লাভের এক বিরাট সুযোগ বহন করিয়া আনে। আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া করিতেছি তিনি যেন সমাগত রমজান মাসে প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নিকে অধিক হইতে অধিকতর ফায়দা হাসিলের তৌফিক দান করেন। কুরআন শরীফ ও হাদীসের নির্দেশাবলীর আলোকে এই মাসে অধিক পরিমানে সদকা ও খয়রাত করা প্রয়োজনীয়। হযরত রসুল করিম (দঃ)-এর মহান আদর্শ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। তিনি রমজান মাসে তুফানের ন্যায় সদকা ও খয়রাত করিতেন।

এই মোবারক মাসে যাহাতে কুরআন শরীফের দরস বাকায়দা দেওয়া হয়, সেই জন্য প্রেসিডেন্ট, মুরুব্বী এবং মোয়াল্লেম সাহেবানকে মজবুত ইন্তেজাম করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। যেখানে মুরুব্বী/মোয়াল্লেম আছেন তাঁহারা যেন তাঁহাদের দরসের ব্যবস্থা করিয়া নেন এবং প্রেসিডেন্ট সাহেবান তাঁহাদের সাহায্য করিবেন। যে জামাতে কোন মুরুব্বী/মোয়াল্লেম নাই, সেই জামাতের যে কোন একজন কুরআন জানা লোক দ্বারা দরস দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। তাহাছারা জামাতে তফসীরে-সগীর বা আমাদের জামাতের প্রকাশিত ইংরেজী তফসীর পড়িয়া দরস দেওয়ার কোন লোক না থাকে, তাহা হইলে বাংলা পড়া জানা কোন শিক্ষিত আহমদী ভ্রাতা আমাদের প্রকাশিত সুরা ফাতেহার তফসীর বা আহমদী পত্রিকায় প্রকাশিত সুরা কদর, শামস, তাকাসর, হুমাযা, ফীল, মাউন, কাওসার, লাহাব, ইখলাস, ফালাক, নাস ইত্যাদি সুরার তফসীর পাঠ করিয়া শুনাইবেন। যাহাতে আহমদী পত্রিকা হইতে ধারাবাহিক উপরোক্ত সুরা সমুহের তফসীর পাঠ করিয়া শোনান যায়, সেইজন্য আগে হইতেই পত্রিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখার জন্য বন্দোবস্ত করিবেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেকে এক পারা করিয়া নিজেরা কুরআন পাঠ করিবেন। এই ব্যাপারে কতটুকু বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা পত্র মারফতে অত্র অফিসে অবগত করাইবেন।

প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ ও সগৃহে অবস্থিত সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী বিনা ব্যাতিক্রকে যাহাতে রোজা রাখেন, সেই সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট, মুরুব্বী ও মুয়াল্লেম সাহেবান সযত্নে নেগবাণী রাখিবেন। যাহারা বার্ধক্য, শারীরিক অসুস্ততা ও দুর্বলতার কারণে রোজা রাখিতে অক্ষম, তাহারা অবস্থানুযায়ী মাসিক কমপক্ষে ১৫০/- হইতে ২৫০/- টাকা হারে ফিদিয়া জামাতের ফাণ্ডে জমা দিবেন। উক্ত ফিদিয়ার টাকা রোজা চলাকালীন স্থানীয় গরীব আহমদী ভ্রাতাদের মধ্যে সাহায্য হিসাবে দিবেন। যদি স্থানীয় জামাতে ফিদিয়া লইবার মত অভাবী কেহ না থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ অথবা উদ্বৃত টাকা কেন্দ্রে পাঠাইয়া দিবেন।

গম ও চাউলের কন্ট্রোল দরে গড় অনুযায়ী এবার মাথা পিছু ৯.৫০/- (নয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা) হারে ফিৎরানা ধার্য্য করা হইয়াছে। যদি পুরা হারে কেহ ফিৎরানা দিতে অপারগ হন, অর্ধ হারে আদায় করিবেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সকলের জন্য এমন কি একদিনের নবজাত শিশুর জন্যও ফিৎরানা দেওয়া লাজেমী। রমজানের ২০ তারিখের মধ্যে সকল ফিৎরানা আদায় করিয়া উহা স্থানীয় জামাতে অভাবী পরিবারের মধ্যে ঈদের অন্ততঃ ৩ দিন পূর্বে বিতরণ করিবেন। মোট কথা, ফিৎরানার দশ ভাগের এক ভাগ অবশ্যই কেন্দ্রে পাঠাইতে হইবে। যে জামাতে স্থানীয় ভাবে ফিৎরানা পাইবার মত অভাবী আহমদী নাই, সেই জামাত সমস্ত বা উদ্বৃত্ত টাকা কেন্দ্রে পাঠাইবেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে, রমজান মাস এবাদত-বন্দেগীর এক বিরাট মওক। সকল ভ্রাতা নামাজ তাহাজ্জুদ, নফল এবাদত, তেলাওয়াতে কোরআন, দরুদ শরীফ পাঠ, ইস্তেগ্‌ফার ও দোওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বদাই চেষ্টায় রত থাকিবেন এবং জামাতের উন্নতির জন্য বেশী করিয়া দোওয়া করিবেন। এতদ্ব্যতিরেকে যাহাতে সারা দুনিয়ার মানুষ হেয়ায়েত প্রাপ্ত হয়, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য দোওয়া করিবেন। খাসভাবে মুসলিম জাহানের মঙ্গলের জন্য দোওয়া করিবেন। যেখানে সম্ভব নামাজ তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ বাজামাত-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং জামাতে সকল ছোট ছেলেমেয়েদেরকে নিয়া নামাজ পড়িবেন। যেখানে তাহাজ্জুদ নামাজ বাজামাত পড়া সম্ভব সেখানে অবশ্যই তারাবীহ নামাজ বাজামাত ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিবেন, বাজামাত তারাবীর নামাজ পড়িয়া ব্যক্তিগত ভাবে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া যায়। আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য, সুদীর্ঘ কর্মময় সফল জীন্দেগীর জন্য এবং সারা বিশ্বে ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিজয়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও ইজতেমায়ী দোওয়া জারী রাখিবেন।

রমজান মাসের শেষ দিনগুলিতে হযরত রসুলে করীম (সাঃ) ইতেকাফ করিতেন। ইহা বড়ই বরকতপূর্ণ এবং জরুরী। প্রত্যেক জামাতে যাহাতে বেশী বেশী বন্ধু ইহাতে শরীক হন তাহার জন্য এখন হইতে চেষ্টা করিবেন।

বাংলাদেশ জামাতের সর্বময় কল্যাণের জন্য দোওয়ার বিশেষ আবেদন করিতেছি।

আল্লাহতায়ালা সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। সকলকে সালাম।

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার—

মোহাম্মাদ

আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

বিঃ দ্রঃ রমজান মাসে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কিতাব কিশ্‌তীয়ে নূহ, ইসলামী নীতি-দর্শন ও সিলসিলার অন্যান্য পুস্তকাদি—যথা, আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম, আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব ইত্যাদি পুস্তক সমূহ বিশেষ মনোযোগ সহকারে নিয়মিত পাঠ করার জন্যও অনুরোধ করা যাইতেছে।

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তি-প্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পাশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস স্বলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা **যাহা বলিয়াছেন** এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্য বর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে অ'লাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন'
অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ"

(আইয়ামুস স্বলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4. Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar